(Different types of inflation)

মুদ্রাস্ফীতির কারণ এবং গতি ও প্রকৃতি অনুযায়ী মুদ্রাস্ফীতিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। এই রকম কয়েক প্রকার মুদ্রাস্ফীতির উল্লেখ আমরা করতে পারি। **প্রথমত, আমরা পূর্ণ মুদ্রাস্ফীতি এবং অর্ধ মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে একটি পার্থক্য করতে পারি।** দেশে যখন পূর্ণ কর্মসংস্থান বজায় রয়েছে তখন দ্রব্য এবং সেবার যোগান স্থির থাকে। সেই অবস্থায় দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পেলে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় তাকে পূর্ণ মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। অন্যদিকে দেশে যখন পূর্ণ কর্মসংস্থান আসেনি সেরূপ অবস্থায় যদি কোন উৎপাদনের উপাদানের যোগান অস্থিতিস্থাপক হয় এবং তার প্রভাবে যদি দামস্তর বাড়তে থাকে তাহলে তাকে অর্ধ মুদ্রাস্ফীতি (Semi-inflation) বলা হয়।

দ্বিতীয়ত, মুক্ত বা অবাধ মুদ্রাস্ফীতি (Open inflation) এবং দমিত মুদ্রাস্ফীতি (Suppressed inflation) এর মধ্যে আমরা একটি পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি। যদি দামস্তর অবাধে বাড়তে পারে এবং দামস্তর বৃদ্ধি রোধ করার জন্য সরকার কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন তাহলে সেই মুদ্রাস্ফীতিকে মুক্ত মুদ্রাস্ফীতি বা অবাধ মুদ্রাস্ফীতি (Open inflation) বলে। মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করার জন্য সরকার যদি দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদার উপর নানারূপ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন, কিংবা যদি সরকার দাম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, র‍্যাশন ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রবর্তন করেন তাহলে সেই অবস্থায় যে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে তাকে দমিত মুদ্রাস্ফীতি (Suppressed inflation) বলে। দমিত মুদ্রাস্ফীতির সময়ে নিয়ন্ত্রিত মূল্যের দ্রব্যগুলির দাম বাড়তে পারে না। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত দ্রব্যগুলির দাম অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয়ত, মুদ্রাস্ফীতিকে মৃদু গতিবিশিষ্ট মুদ্রাস্ফীতি (Mild inflation) অথবা দ্রুতগতি বিশিষ্ট মুদ্রাস্ফীতি (Hyper inflation) এই দুরকম ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যদি দামস্তর মৃদু গতিতে বাড়তে থাকে তাহলে তাকে মৃদু গতিবিশিষ্ট মুদ্রাস্ফীতি বলে। অন্যদিকে যদি দামস্তর দ্রুতবেগে বাড়তে থাকে তাহলে তাকে দ্রুত গতিবিশিষ্ট মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। অবশ্য দামবৃদ্ধির শতকরা হার কত কম হলে মুদ্রাস্ফীতিটি মৃদু গতিবিশিষ্ট মুদ্রাস্ফীতি হিসাবে পরিগণিত হবে এবং কত বেশি হলে এটি দ্রুত গতিবিশিষ্ট মুদ্রাস্ফীতি হিসাবে পরিগণিত হবে সে সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। তবে সাধারণভাবে যদি দামস্তর বৃদ্ধির হার 10% এর কম হয় তাহলে একে মৃদু গতিবিশিষ্ট মুদ্রাস্ফীতি বলা যেতে পারে। আর যদি দামস্তর বৃদ্ধির হার 10% অথবা তার বেশি হয় তাহলে একে দ্রুত গতিবিশিষ্ট মুদ্রাস্ফীতি বলা যেতে পারে।

চতুর্থত, মুদ্রাস্ফীতিকে চাহিদা বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি (Demand inflation) এবং ব্যয় বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি (Cost inflation) এই দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

দেশে দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা যদি বৃদ্ধি পায় কিন্তু যোগান যদি স্থির থাকে তখন যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় তাকে চাহিদা বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। অন্যদিকে উৎপাদনের উপাদানগুলির দাম বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন ব্যয় যদি বৃদ্ধি পায় তার প্রভাবে যে দাম বৃদ্ধি ঘটে তাকে ব্যয় বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।